রেজাউল করিম

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম কারণ এখানে ছাত্র রাজনীতি ছিল না। ভর্তি হতে পেরে খুব খুশি হয়েছিলাম; কিন্তু আমার সে খুশি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ, কিন্তু রাজনীতি বন্ধ নয়। এখানে শিক্ষকদের আছে লাল, সাদা, নীল দল। অনেকে হয়তো অবাক হবেন; কিন্তু এটাই সত্যি। শিক্ষকদের রাজনীতি থাকায় যে শুধু শিক্ষকদের সুবিধা হয়েছে তাই নয়, ছাত্রদের অসুবিধা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর শেষ করার পর মনে হচ্ছে এখানেও ছাত্র রাজনীতি অথবা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একটি সংগঠন থাকা দরকার ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখানকার প্রতিটি ছাত্রছাত্রী শিক্ষকদের কাছে এক প্রকার জিম্মি। জিম্মি থাকতে আমাদের কোন অসুবিধা হতো না যদি শিক্ষকরা শিক্ষকের মতো আচরণ করতেন। প্রায়ই আমাদের ওপর অনেক কিছু চাপিয়ে দেয়া হতো, সেটা আমাদের জন্য ভালো আর খারাপ যাই হোক। ছাত্রছাত্রীদের কিছুই বলার থাকত না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অধিকাংশ সময় ঋণাত্মক। তবে কিছু সত্যিকারের শিক্ষক যে নেই তা নয়। তবে তাদের সংখ্যা এতই কম যে, তাদের মতের কোন মূল্য নেই। অনেকবার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন পর্যন্ত করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একাডেমিক কারণে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম সে কথাগুলোর পক্ষে কিছু উদাহরণ দিলে বিষয়গুলো আরও পরিষ্কার হবে।

১. এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নেই। কিন্তু প্রতিটি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তাব্যক্তি উপাচার্য একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থন নিয়ে এখানে দায়িত্ব পালন করতে আসেন। সেই ব্যক্তি যতদিন এই প্রতিষ্ঠানে থাকবেন ততদিন সেই রাজনৈতিক দলের কিছু শর্তাবলী তাকে পালন যে করতেই হয়, সেটা তো নতুন কিছু নয়। এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা অবগত হলেও কেউ কিছুই বলার ক্ষমতা রাখেন না। যদিও মাঝে মধ্যে কিছু বিষয় খুব আলোচিত হয় এবং দু'একটি জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় সে বিষয়ে লেখালেখি হয়; কিন্তু সে পর্যন্তই শেষ।

২.বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পদোন্নতি রাজনৈতিক প্রভাব বা ক্ষমতার কারণে হয়। যার যত বেশি লবিং সে তত দ্রুত পদোন্নতি পায়। মাঝে মধ্যেই কোন নিয়ম মানা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র গবেষণা পত্রিকা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, সেটিও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিটিও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি, এখনও সেখানে দেশের নিরপেক্ষ পত্রিকাগুলো রাখা হয় না।

৩.বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা অনেকবার বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ করেছে। যেমন অর্থনীতি ডিসিপ্লিনের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ছিল। তারপরও তার বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করা, পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর দেয়া, ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন হুমকি দেয়াসহ অনেক অভিযোগ রয়েছে।

৪. এফএমআরটি ডিসিপ্লিনের একজন ছাত্রের রেজাল্ট খারাপ করে দিয়েছেন এক শিক্ষক। তিনি তার সাবজেক্টগুলোতে ওই ছাত্রকে শুধু পাস নম্বর দিয়েছেন, যদিও অন্যান্য সাবজেক্টে তার শতকরা আশির ওপরে নম্বর ছিল। ছাত্রটি তার খাতা চ্যালেঞ্জ করলেও কোন লাভ হয়নি।

৫. কিছুদিন আগে জীববিজ্ঞান স্কুলের সাবেক ডিন জ্যেষ্ঠতা লংঘন করে অপর একজন জুনিয়র ডিনকে সিন্ডিকেট মেম্বার করায় তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। সবার কাছে বিষয়টি খুবই স্পষ্ট হলেও কেউ এ বিষয় নিয়ে কোন কথা বলেনি। সেই জুনিয়র ডিন এখন সম্মানিত সিন্ডিকেট মেম্বার।

৬. অনেক ডিসিপ্লিনে অযোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ায় তারা ঠিকমতো ক্লাস নিতে পারেন না। আশ্চর্যের বিষয়, তারা যে ঠিকমতো ক্লাস নিতে পারেন না, তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তাদের ক্লাসে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে চিহ্নিত করে রাখা হয় এবং তার ফলাফল ক্লাস টেস্ট এবং ফাইনাল পরীক্ষায় দেখতে পাওয়া যায়।

শিক্ষকরা গুরুজন, তাদের অবশ্যই শ্রদ্ধা ও সম্মান করা উচিত। শিক্ষকরা বাবার মতো, তারা হবেন আমাদের আদর্শ। আমার মনে হয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আড়াইশ' শিক্ষকের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন পাওয়া যাবে যারা সত্যিই এই সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতে পারেন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে ইচ্ছে করে।

রেজাউল করিম, *সাবেক ছাত্র, খুবি*

28 APR 2007